দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ১৩ JUL 2017
পৃঃ ৪ কলাম ১

■ শিক্ষা প্রশাসনের দুর্নীতি

ঘুষ-দুর্নীতির সংস্কৃতি তাড়ানোর রাজনীতি চাই

শীর্ষ পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম বজায় রেখে মাঠ পর্যায়ে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন পাওয়া মুশকিল। দুর্নীতি ও অনিয়ম আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। মাঠ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অনিয়মের নানা চিত্র প্রতিদিন সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে। একদিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কোনো দপ্তর শিরোনাম হয়তো পরের দিন বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, গতকাল পাওয়া গেল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাঠপর্যায়ে দুর্নীতির খবর।

খবরে জানা যাচ্ছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় শ্রম, অর্থ ও সময় বাঁচানোর পাশাপাশি দুর্নীতি কমানোর লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারীদের এমপিও (মান্থলি পে-অর্ডার) সংক্রান্ত সব কাজ মাঠ পর্যায়ের অফিসের ওপর ন্যস্ত করে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এতে কাজ বিকেন্দ্রিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতিও বিকেন্দ্রিত হয়েছে। এতে শিক্ষক ও কর্মচারীদের ভোগান্তি আরও বেড়েছে, দীর্ঘসূত্রতা এবং ঘুষ বাণিজ্যের শিকার হচ্ছেন তারা।

ক্ষমতার একটা স্বভাবধর্ম আছে– তা হলো দুর্বলকে শোষণ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক পদ্ধতিতে অফিসের বড়কর্তা তার অধস্তন সবার মনিববিশেষ। তাকে খুশি রেখে চলতে হয়। খুশি হওয়া ও করার মাধ্যম হলো অর্থ– সোজা বাংলায় ঘুষ। বেতন-ভাতার সঙ্গে সরাসরি ক্ষমতা যুক্ত হওয়ায় তাদের তেজ আরেকটু বাড়লে অবাক হওয়ার কিছু নেই। দুর্নীতি এ দেশের সংস্কৃতিবিশেষ বা বিশেষ সংস্কৃতি। দশ টাকা থেকে হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির খবরে আমরা অভ্যস্ত। দুর্নীতির সংস্কৃতি একা কোনো মন্ত্রণালয় পাল্টাতে পারবে না, যেমন সুনীতির সংস্কৃতিও এককভাবে কোনো মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। জাতীয় নেতৃত্ব এমন হওয়া দরকার, যা মানুষের নৈতিকতা ও বিবেকবুদ্ধির ওপর আস্থা রাখবে, তাকে মর্যাদা দেবে। তারা এমন রাজনীতি চালু করবেন যা মানুষের মূল যে সত্তা অর্থাৎ মনুষ্যত্ব তার বিকাশ ও বিজয়ের ওপরই নির্ভর করবে। তার প্রভাবেই সমাজমানসে পরিবর্তন আসবে, বদলাবে সংস্কৃতির ক্ষয়িষ্ণু চেহারা।